দৈনিক ইনকিলাব

036

তারিখ ... 07 FEB 1987 ...
পৃষ্ঠা... ... ... ৫ কলাম ৩ ... ...

মতামত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মীনার

বিগত ১১ [illegible] "বাংলার বাণী" পত্রিকার "সম্পাদক সমীপেষু" কলামে মুহাম্মদ খালেদ হোসাইন নামক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রের একটি চিঠির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত চিঠিতে খালেদ হোসাইন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মীনার নির্মিত হবে না এরূপ একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে। পত্র লেখক হোসাইন তার চিঠিতে শহীদ মীনার নির্মাণের সপক্ষে যৌক্তিকতা পেশ করতে প্রয়াস পায় এ বলে যে, বাংলাদেশের ছোট-বড় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মীনার রয়েছে এবং এ কারণেই শহীদ মীনার প্রতিষ্ঠা নাকি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্যতার মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। পত্র লেখকের এ দাবী আসলে তার জ্ঞানের দৈন্যই প্রমাণ করলো। বাংলাদেশের লক্ষাধিক প্রাথমিক স্কুল, কয়েক সহস্র মাদ্রাসা ও বহুসংখক কলেজেও যে শহীদ মীনারের কোনই অস্তিত্বই নেই তা খালেদ হোসাইনের জানা নেই। সে যাই হোক, বাংলাদেশে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শহীদ মীনার আছে কিনা তা এর প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। শহীদ মীনার প্রতিষ্ঠা যদি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পুণ্যময় কাজ বলে স্বীকৃত হতো এবং শহীদানের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের এটিই অনন্য মাধ্যম হতো তা হলে হয়ত তার বক্তব্যে কিছু সার আছে বলে ধরে নেয়া যেত।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মীনার প্রতিষ্ঠা না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যথার্থই করেছেন। কর্তৃপক্ষ একথাই প্রমাণ করে দিলেন যে, তাঁরা প্রত্যেক বিষয়ের গুরুত্ব যাচাই ও যৌক্তিকতা বিচার করে থাকেন। ইসলামের চোখে, এর গুরুত্ব মর্যাদার আলোকে আবেগ তাড়িত হয়ে নয়।

"শহীদ" এবং "শহীদ মীনার" সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা প্রত্যেক মুসলমানের অবগতির জন্য এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। বলা বাহুল্য, ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই শহীদদের যথার্থ মর্যাদা দিতে শিখিয়েছে। একমাত্র ইসলামই এ বিশ্বাসের ঘোষণা দিয়েছে যে, শহীদরা অমর। আর এ কারণেই অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণ পর্যন্ত যাদের ধর্মীয় অভিধানে "শহীদ" শব্দটি সম্পূর্ণই অপরিচিত তারাও ন্যায়ের পথে আত্মদানকারীদের জন্য খাঁটি ইসলামী পরিভাষা "শহীদ" শব্দের ব্যবহার করে যাচ্ছে। প্রত্যেক দোয়ায় নবীদের মত শহীদদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইসলামের বিশেষ দায়িত্ব বলে স্বীকৃত।

এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর রসূল খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেঈন, তবে তাবেঈন ও পরবর্তী যুগের কোন নিষ্ঠাবান মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে শহীদ মীনার নির্মাণ ও এর পাদদেশে সমবেত হয়ে অর্ঘ্য দেয়ার কোন রেওয়াজ জারি করা হয়নি। বরং এই ধরনের উদ্যোগ ইসলামের মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী। ইসলাম যে সব সময়ই Symbolism বা প্রতীকবাদের বিরোধিতা করে আসছে তা কে না জানে? শহীদ মীনার প্রতিষ্ঠা যদি শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোন উত্তম পন্থা হতো

৪-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক ইনকিলাব

07 FEB 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... ... ৫ কলাম ৩ ... ...

শহীদ মিনার

৫-এর পৃষ্ঠার পর

তা হলে সাইয়্যেদুস সুহাদা হযরত হামযা (রাঃ) যাঁর উপর নবীজী ৭০ বার জানার্জা পড়েছিলেন এবং হযরত উমর (রাঃ), হযরত হোসাইন (রাঃ) এ উপমহাদেশের শহীদ সৈয়দ আহম্মেদ বেরলভী, শহীদ তিতুমীর প্রমুখের স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যে শহীদ মীনার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হতো। কিন্তু নবীজী, ছাহাবিগণ বা মুসলিম মনীষীদের কেউতো সে উদ্যোগ গ্রহণের কথা চিন্তাও করেননি। তাহলে কি শহীদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের প্রকৃত পন্থা তাদের জানা ছিল না?

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, বর্তমানে শহীদ মীনারকে কেন্দ্র করে যা ঘটছে তা বাংলাদেশের প্রতিটি সচেতন মুসলিম নাগরিককে রীতিমত শংকিত করে দিয়েছে। কোন মুসলমানই কি এ বিশ্বাস করতে পারেন যে, প্রতি বছর ২০ ফেব্রুয়ারী রাত ১২-১ মিনিটের পরবর্তী সময়টুকুতে শহীদ মীনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধার্ঘ প্রদানের নামে যা হয়ে থাকে তাতে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মা শান্তি লাভ করছে? উত্তর যদি না হয়ে থাকে তবে কেন আমরা প্রতি বছর এ অনর্থক ও গর্হিত কাজটি করে যাচ্ছি। শহীদানের রূহের শান্তি দানের জন্য কি আমাদের ধর্মে কোনই ব্যবস্থা নেই? যদি থেকে থাকে তাহলে কেন আমরা তা বাদ দিয়ে বিজাতীয় পন্থায় তা পালন করব? শহীদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্বীকৃত ইসলামী তরীকা হচ্ছে তাদের জন্য কোরআনখানি, দোয়া ও মোনাজাত এবং আলোচনা সভার আয়োজন। মুসলমানদের উচিত হবে না শহীদানের স্মৃতির প্রতি শ্রস্‌ধা নিবেদনার্থে শহীদ মীনার নির্মাণ; এতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধার্ঘ প্রদর্শন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েরতো নয়ই।

—আবু বকর রফিক,
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
গাজীপুর।